

বাংলা একাডেমীর আলোচনা সভা

ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক শিল্পের পৃষ্ঠপোষক হতে হবে

(ডোফ রিপোর্টার)

গতকাল শুরুর বিকেলে বাংলা একাডেমী অয়োজিত চারণ কবি মুকুন্দ দাস স্মরণে আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে ডঃ সিরজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, আমরা স্টেট শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা করবো। যে শিল্প আমাদের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়তা করবে।

আলোচনা সভায় প্রবন্ধ পড়েন জনাব আসাদ চৌধুরী ও শ্রী মিহির দত্ত।

চারণ কবি মুকুন্দদাস-এর জন্ম-শত বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমী শহীদ দিবসের অনুষ্ঠান-মাল্য এই আলোচনা সভার আয়োজন করে।

ডঃ সিরজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর ভাষণে বলেন, মুকুন্দ দাস যাত্রার মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের বক্তব্য এনেছিলেন। তিনি আরাবো বলেন, মুকুন্দ দাস ছিলেন একটি বিশেষ ধারার শিল্পী, একটি বিশেষ চেতনার শিল্পী। তিনি বলেন, সমাজ পরিবর্তনের আন্দোলন অবশ্যই বাস্তব নৈতিক আন্দোলন হতে হবে। ডঃ চৌধুরী বলেন, আমরা লোক-সংস্কৃতির প্রত্যাবর্তন চাই না।

জনাব আসাদ চৌধুরী তাঁর প্রবন্ধে বলেন, মুকুন্দ দাস ছিলেন স্বদেশী ধারার লেখক। তিনি স্বদেশী ধারার দল করেছিলেন। সেখানে হাল আমলের প্রিন্সেসদের নৃত্য ছিল না। ছিলো পরধীনতার বেদনা এবং অপমানের ক্ষুব্ধ একটি পুরুষ সিংহের গর্জন।

শ্রী মিহির দত্ত সারা নাটকে মুকুন্দ দাস : স্বাদেশিকতা-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পড়েন।

আলোচনার অংশ নেন : শ্রী সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায়, সর্বজনাব আবদুল লতিফ, আবদুস সাত্তার ও মুহম্মদ আবু তালিব প্রমুখ।

সকলের অধিবেশন

গতকাল সকালে আলোচ্য বিষয় ছিল : বাংলা মদ্যে ও প্রকাশনার দশ বছর। প্রবন্ধ পড়েন ডঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম। এতে সভাপতির ভাষণে সৈয়দ মৃতজা আলী বলেন, যতদিন পর্যন্ত দেশে শিক্ষার হার বাড়বে না ততদিন পর্যন্ত গল্প আন্দোলন ফলপ্রসূ হবে না। তিনি বলেন, দেশের পাবলিক লাইব্রেরীগুলো পাঠক সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছে।

ডঃ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম তাঁর প্রবন্ধে বাংলা মদ্যের সূচন্য কালের ইতিহাসে বর্ণনা করে বর্তমানকালের প্রকাশনা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর প্রকাশনা সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে।

ডঃ কাজী আবদুল মান্নান বলেন, গল্প প্রকাশনার ক্ষেত্রে যন্ত্রের উন্নতি হয়েছে ঠিকই, তবে বই সহজলভ্য হয়নি।

জনাব ওয়ারদুর বশীদ বলেন, নতুন মদ্যে পদ্ধতির মাধ্যমে মদ্যে সংকট দূর করতে হবে।

গতকাল শুরুর প্রথম শিল্পী ফকির আলমগীর ও বরিশালেব উদ্দীচী শিল্পীগোষ্ঠী মুকুন্দ দাসের গান-পরিবেশন করেন।